দৈনিক ইত্তেফাক

04 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩.....

ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন এবং মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তির নিয়ম-নীতি প্রসঙ্গে

স্কুল এবং কলেজে যে সব মেয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করবে তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা। আর উপবৃত্তি/শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণকারী ছাত্রীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এ শর্তটি পূরণ হচ্ছে কি না তা নিরীক্ষণ করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা রয়েছেন।

এখন দেশে বাল্য বিবাহের কথা সকলেই জানেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতা যেনতেন প্রকারে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের কেউ নেই। জেলা থেকে উপজেলা তথা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছেলে-মেয়েদের বিবাহের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা রয়েছে; কিন্তু তা অনুসরণ এবং পরিপালনের জন্য কেউ নেই। ম্যারেজ রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে নিবন্ধন বহির্ভূত বিবাহ সম্পন্ন হচ্ছে। আর সেইসব বিয়ের ক্ষেত্রে অসত্য অবাস্তব বয়স উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে মেয়ে সাবালক হলেই বিয়ের কথা চিন্তা করতে হয়, যাতে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা রয়েছে। রজঃপ্রাপ্তি সাবালিকার লক্ষণ। এটি ১১ বছর থেকে ১৩ বছরের মধ্যে সাধারণতঃ ঘটে থাকে। অন্যদিকে সরকারী বিধি মোতাবেক ১৮ বছর বয়স না পূরণ হলে তাকে বিয়ের জন্য সাবালিকা বলা যাবে না। অর্থাৎ ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনী। প্রাথমিক বিদ্যালয় পার হতে একটি মেয়ের বয়স এগারো-বারো বছর পার হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মীয় নিয়ম অনুসরণে বয়োপ্রাপ্তি অথবা সাবালিকা পরিচিতিতে অবস্থান করে মুসলিম মেয়েরা। যেহেতু এখন শহর থেকে সুদূর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাইস্কুল, সিনিয়র মাদ্রাসা ও কলেজ। সেহেতু পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার বিশেষ অসুবিধে নেই। একটি মেয়ের ব্যাচেলর ডিগ্রী অর্জন করতে বয়স হয়ে যায় ১৯/২০ বছর। মোটামুটি এটি হলো বিবাহের বিধিসম্মত বয়সসীমা। আজকাল শহর-বন্দর-নগর-গ্রামাঞ্চলে শিশুর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করছে শিশু। গত এক সপ্তাহে কয়েকটি অঞ্চল ঘুরেছি। অর্ধ শতাধিক বিবাহিতা মেয়ের কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু দেখেছি। এদের বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে। কয়েক জন এসএসসি পাস। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো যে, তাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধনের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। কয়েক জনের স্বামীকে দেখলাম, তাদের অনেকেই আমার চেনা। বছর দু-তিন আগে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল।

বাংলাদেশের বিশেষ করে উপজেলা গ্রামাঞ্চলে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের বয়স লেখার স্বপক্ষে কোন সনদপত্র উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা নেই। যে যা মুখে বলবেন তাই লেখা হয়ে থাকে। হাইস্কুল-কলেজে পড়ুয়া মেয়েদের বিয়ে হলে উপবৃত্তি/শিক্ষাবৃত্তি পাবে না। এ কারণে ছেলে-মেয়েদের বয়স যথাক্রমে ২১ এবং ১৮ পূর্তির আগে বিয়ে হলেও সে কথা গোপন রাখা হয়। এমনকি ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধনভুক্ত করা হয় না। অন্যদিকে নোটারী পাবলিক মাধ্যমেও বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে অসংখ্য ছেলে-মেয়ে বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। এমনও দম্পতি আছে যারা উভয়েই বেকার। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে কারও প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের উপবৃত্তি/শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অবিবাহিতা হওয়ার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা উঠিয়ে দিলে আমাদের নারী সমাজ উপকৃত হতে পারতো। সামাজিক চাপে ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে যে সব মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই অর্থাভাবে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ত্যাগ করেছে; তারাও পড়াশোনা করে উচ্চতর ডিগ্রী/সনদপত্র গ্রহণ করতে পারতো। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের ম্যারেজ রেজিস্ট্রির কার্যালয়ে বিবাহ নিবন্ধনকালে কমপক্ষে স্কুলের সনদপত্র বয়স নিরূপণের ক্ষেত্রে উপস্থাপন বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ১৮ বছর বয়সের কম বয়সী বিবাহিতা মেয়েদের সংখ্যাধিক্য জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক। তাই সমস্যাটি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবুল কাশেম খান,
ঝিকরা প্রধান সড়ক, ডাকঘর: কলারোয়া,
জেলা: সাতক্ষীরা ৯৪১০।

আজকাল শহর-বন্দর-নগর-গ্রামাঞ্চলে শিশুর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করছে শিশু। গত এক সপ্তাহে কয়েকটি অঞ্চল ঘুরেছি। অর্ধ শতাধিক বিবাহিতা মেয়ের কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু দেখেছি। এদের বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে।

গ্রামাঞ্চলে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের বয়স লেখার স্বপক্ষে কোন সনদপত্র উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা নেই। যে যা মুখে বলবেন তাই লেখা হয়ে থাকে।